তাওহীদ

লেভেল

১

অনুবাদঃ মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী

مقرر التوحيد

المستوى الأول (باللغة البنغالية)

ترجمة: محمد عبد الله الكافي

الطبعة: الأولى ١٤٢٦هـ
প্রথম প্রকাশঃ ২০০৬ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম রাসুল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সম্মানিত শিক্ষক! নিম্নোল্লিখিত উপদেশাবলী লক্ষ্যণীয়ঃ

১. ছাত্রদের অন্তরে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এমন বিষয়ে তাদেরকে অনুশীলন করানো যা ইহ-পরকালে কল্যাণকর। এসব কিছুর প্রতিদান আশা করবে আল্লাহ্র কাছে। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

"মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে, ১) ছাদাকায়ে জারিয়া, ২) উপকারী বিদ্যা ও ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[১]

২. শিক্ষক তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন। আর তিনি হবেন সর্বোত্তম আদর্শ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَثَلُ العَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ، يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ﴾

"যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দান করে এবং নিজের আরাম আয়েশের কথা ভুলে যায়; তার উদাহরণ হচ্ছে মোমবাতির মত। মোমবাতি নিজেকে জ্বালিয়ে মানুষকে আলো প্রদান করে।"[২]

৩. শিক্ষক তাঁর স্কন্ধে অর্পিত আমানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খাঁটি ঈমানের অধিকারী একটি সুন্দর জাতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন। একাজে তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদানের আশা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ﴾

"যে ব্যক্তি কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, সে তার বাস্তবায়নকারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।"[৩]

---

[1] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: অসীয়ত, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পায়। হা/ ৩০৮৪।

[2] . [ছহীহ্] ত্বরাণী কাবীর গ্রন্থে হা/ ২/১৬৮১ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৫৮৩১।

[3]. [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: ইমারত, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র পথের গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত। হা/ ৩৫০৯।

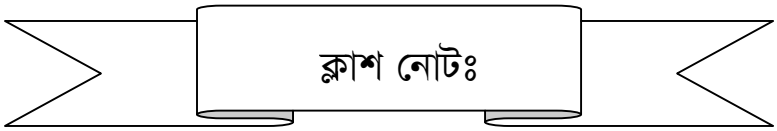
ক্লাশ নোটঃ

৪. উস্তাদ লেবাস-পোশাক এবং চলাফেরায় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবেন, তিনি ধীর-স্থীর হবেন। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মানের সহিত লক্ষ্য রাখবেন, এবং শ্রেণী কক্ষে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।

৫. তিনি পাঠ্য বিষয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করবেন। আর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছাত্রদের মেধানুযায়ী উত্তম নিয়মে সাজিয়ে নিবেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন।

৬. ছাত্রদের নিকট উদ্যমশীল ও আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সওয়াল-জওয়াব (প্রশ্নোত্তর) উপস্থাপন করতে হবে। উস্তাদ ছাত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষানুযায়ী পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত পাকা-পোক্তভাবে শিখাতে মনোযোগী হবেন।

৭. শিক্ষক হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত।

﴿ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ﴾

রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)এর নিকট দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল। একজন আলেম অন্যজন আবেদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বললেন, "আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমদের সাধারণ এক ব্যক্তির উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তামন্ডলি এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা- এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে- এমনকি পানির মাছ- মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করে।"[১]

৮. তিনি ঐকান্তিক ভাবে যত্ন নিবেন- ছাত্রদের শিক্ষাকে তাদের বাস্তব জীবন এবং সমাজের ঘটমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি চলমান পরিস্থিতি থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করবেন। যাতে করে তাদের বোধগম্য হয় যে, ইসলামের নীতিমালা বাস্তব ও যথার্থ এবং জীবন্ত ও সজীব আর উহা সর্বযুগে-সর্বস্থানে সমভাবে প্রযোজ্য।

৯. প্রথমে আল্লাহ্র উপর অতঃপর নিজের উপর আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনুভূতি ও চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। আর শিখাতে হবে অবসর সময়কে কিভাবে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারী কাজে ব্যবহার করা যায় তার আধুনিক পদ্ধতি। (আল্লাহ্ই সকল তাওফীকদাতা)

১০. হাদীছ সমূহ তাখরীজ করার পদ্ধতি নিম্ন-লিখিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ীঃ

ক) হাদীছ যদি ছহীহ্ বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিম অথবা যে কোন একটিতে পাওয়া যায় তবে শুধু সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। (অন্য গ্রন্থে থাকলেও সেটা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি।)

[1] . [ছহীহ্] তিরমিযী অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞানার্জন, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৯। ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৪২১৩।

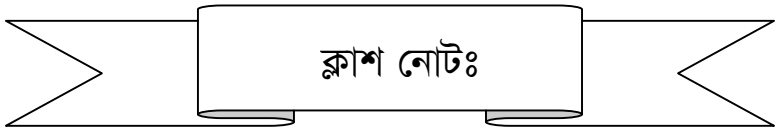
ক্লাশ নোটঃ

খ) হাদীছ যদি বুখারী ও মুসলিম বা তাদের যে কোন একটিতে না পাওয়া যায়, তবে সুনানে আরবাআ অনুসন্ধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে পাওয়া গেলে অন্য গ্রন্থের আর অনুসন্ধান করা হয়নি।)

গ) কুতুবে সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) এর মধ্যে হাদীছটি না পাওয়া গেলে কুতুবে তিসআর অবশিষ্ট গ্রন্থ (আহমাদ, মুআত্তা মালেক ও দারেমী) থেকে হাদীছ নেয়া হয়েছে।

ঘ) কুতুবে তিসআ বা উপরোক্ত নয়টি গ্রন্থের কোথাও হাদীছটি না পাওয়া গেলে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ রোমন্থন করে তার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. হাদীছের শব্দাবলী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রেফারেন্সে প্রথমে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে তা থেকেই নেয়া হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্টভাবে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। কুতুব সিত্তা এবং মুসনাদে আহমাদের ক্ষেত্রে দারুস্সালাম প্রকাশনীর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১২. এই পাঠ্যপুস্তকের শেষে ক্লাশ রুটিন অনুযায়ী পাঠ বন্টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ণ কোর্সে এই সাবজেক্ট কত দিন পড়ানো হবে তাও নির্ধারিত আছে। যাতে করে শিক্ষক সিলেবাস এবং কোর্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দরস দান সম্পন্ন করতে পারেন।

১৩. এই পাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে যে কোন ধরণের ত্রুটি বা সে সম্পর্কে যদি কারো কোন পরামর্শ থাকে তবে দা'ওয়া সেন্টার শিক্ষা বিভাগে ডাকযোগে বা ইমেইলে বা যে কোনভাবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

শিক্ষার্থী ভাই! তোমার জন্য নিম্ন লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী পেশ করা হলঃ

১) হে ভাই! জেনে রাখ চর্চা ও প্রচেষ্টা ছাড়া জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে সবেচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে আলেমগণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالحِلْمَ بِالتَّحَلُّمِ، ومَنَ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ﴾

"জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই তো জ্ঞানার্জন করা যায়। ধৈর্যের অনুশীলন করার মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণ অনুসন্ধান করে তাকে উহা প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো হয়।"[১]

২) আরো জেনে রাখ ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানার্জন করার মর্যাদা অত্যধিক বেশী। এখন যদি ঐ জ্ঞান মৌলিক বিষয়ের হয় তবে তার মর্যাদাতো আরো বেশী। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينكُمُ الوَرَعُ)

[1] . [হাসান] দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে হা/ ২৯২৬৬। খতীব বাগদাদী হা/ ৯/১২৭ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ২৩২৮। সিলসিলা ছহীহা হা/ ৩৪২।

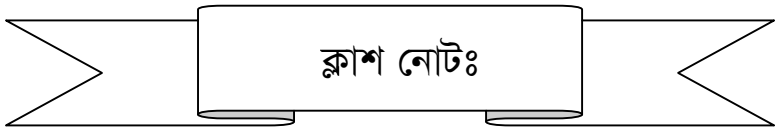
ক্লাশ নোটঃ

"ইবাদতের মর্যাদার চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা অধিক। তোমাদের ধর্মের মধ্যে উত্তম বিষয় হচ্ছে পরহেযগারিতা।"[১]

৩) জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মানে জান্নাতের একটি রাস্তা সহজ হয়ে যাওয়া। তোমার জন্য সৃষ্টিকুলের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে তুমি নবীদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারবে। কাছীর বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি একটি হাদীছের জন্য সুদুর মদীনা শরীফ থেকে আপনার কাছে আগমণ করেছি। আমি শুনেছি আপনি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আমি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমণ করিনি। আবু দারদা বললেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ﴾

"যে ব্যক্তি জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তা চলবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। শিক্ষার্থীর (জ্ঞান শিক্ষা) কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেস্তারা তাদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে- এমনকি পানির মাছও। ইবাদত গুজার একজন ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেই রকম যেমন নক্ষত্ররাজির উপর একটি চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকার। নবীগণ দ্বীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন শুধু মাত্র ইলম বা ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি উহা অর্জন করবে সে **পরিপূর্ণ অংশ অর্জন করবে।**"[২]

৪) জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হওয়া রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া ও প্রশান্তি নাযিল হওয়ার মাধ্যম। আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

"একদল লোক যখন কোন জায়গায় সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখন ফেরেস্তাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে, রহমত আচ্ছাদিত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তাদের কথা নিকটস্থ ফেরেস্তাদের নিকট আলোচনা করেন।"[৩]

---

[1] . [ছহীহ] ত্বরাণী আওসাত গ্রন্থে হা/ ৩৯৭২ হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হা/ ১/৯২। ছহীহ্ তারগীব তারহীব আলবানী হা/ ৬৫।

[2] . [হাসান] আবু দাউদ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৩১৫৭। তিরমিযী, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৬। ইবনু মাজাহ্ ভুমিকায় অনুচ্ছেদ: আলেমদের ফযীলত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ হা/ ২১৯। ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৬৮।

[3] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির দু'আ তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যিকির এবং কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত। হা/ ৪৮৬৮

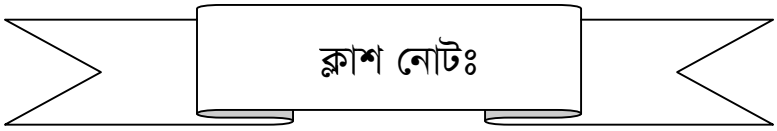
ক্লাশ নোটঃ

৫) তাই নিয়তকে বিশুদ্ধ কর। এই জ্ঞানকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক হও। কেননা আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا ﴾

"যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন ব্যক্তি শুধু এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, তা দ্বারা দুনিয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করবে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[১]

৬) তারপর যা শিক্ষা গ্রহণ করেছো সে অনুযায়ী আমল কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

"হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় চাই অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ হওয়া এবং কবরের আযাব হতে। হে আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাক্বওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই উহাকে সর্বত্তোম পবিত্রতাকারী, তুমিই তার বন্ধু ও কর্তৃত্বকারী। হে আল্লাহ্ তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা কবূল করা হয় না।" [২]

৭) এরপর এই জ্ঞানের প্রচার কর ও অন্যকে তা শিক্ষা দান কর। জ্ঞান গোপন করে রেখো না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه﴾

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে তার প্রচার-প্রসার করে না তার উদাহরণ এমন ব্যক্তির সাথে যে শুধু সম্পদ অর্জন করে কিন্তু খরচ করে না।" (ত্বরাণী)

৮) জেনে রেখো! এই অফিস, অফিসের শ্রেণী কক্ষ, সিলেবাস পুস্তক সবই হচ্ছে ছাদাকায়ে জারিয়া। এগুলো তোমার জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। তুমি এগুলোর সংরক্ষণে সচেষ্ট হও, যাতে করে অন্যরাও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যদি তোমার কাছে কোন পরার্মশ বা মন্তব্য বা অভিযোগ থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করবেন এবং সমাধানের উদ্দ্যোগ নিবেন।

মহান আরশের অধিপতি সুমহান আল্লাহ্‌র সুউচ্চ দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য- নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাহবিহি আজমাঈন।

---

[1] . [ছহীহ] আবু দাউদ অধ্যায়: ইলম অনুচ্ছেদ: গাইরুল্লাহর জন্য জ্ঞানার্জন। হা/ ৩১৭৯ ইবনু মাজাহ অধ্যায়: ভুমিকা, অনুচ্ছেদ: জ্ঞান দ্বার উপকার লাভ ও আমল দ্বারা করা। হা/ ২৪৮ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৯৯।

[2]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির, দুআ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যা করা হয় এবং না করা হয় তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা।

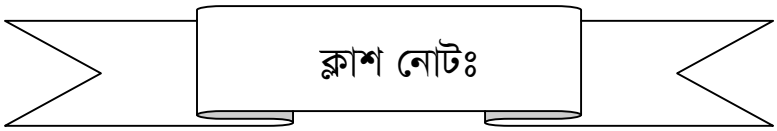
ক্লাশ নোটঃ

তাওহীদ ও উহার প্রকারভেদঃ

তাওহীদের সংজ্ঞাঃ তাওহীদ হলো- ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক করা। এটাই রাসূলগণের দ্বীন, যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"এবং প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা একজন করে রাসুল (দূত) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক।"[১]

তাওহীদের প্রকার ভেদঃ

তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্তঃ-

১) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ বা (রবের একত্ববাদ)

২) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ বা (দাসত্বের একত্ববাদ)

৩) তাওহীদে আসমা ওয়াস্সিফাত বা (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহঃ

সংজ্ঞাঃ আল্লাহ্কে তাঁর কর্মসমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন- সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা, উদ্ভিদ উৎপাদন করা ইত্যাদি।

পূর্ব যুগের কাফেরগণ এই তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই স্বীকৃতি ইসলাম মেনে নেয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের জান-মাল হালাল ঘোষণা করেছিলেন।

একথার দলীল- আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

অর্থাৎ- "এবং যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন- কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে- আল্লাহ্।"[২]

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এবং ফিৎরাত [৩]ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টি জীবকে তাওহীদ এবং স্রষ্টা প্রভুকে চিনতে পারার ফিৎরাত দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾

"অতঃপর তুমি একনিষ্ঠভাবে সেই ধর্মের দিকে ধাবিত হও যেটা মেনে নেয়ার ফিৎতরাতের উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।"4

---

[১]. সূরা নাহাল-৩৬

[২] . সূরা লোকমান- ২৫, সূরা যুমার-৩৮

[৩] ফিতরাৎঃ সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। 4. সূরা রূম- ৩০

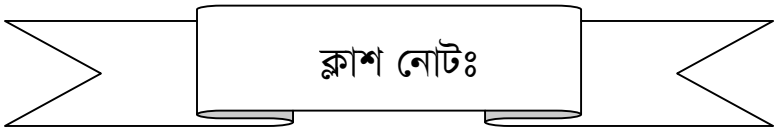
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

সুতরাং আল্লাহর্ প্রভুত্বকে মেনে নেয়াটা মানুষের সৃষ্টিগতভাবে একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আর তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা একটি উপস্বর্গ বা নতুন ঘটনা।

নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

﴿مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُم عَنْهم (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

"প্রতিটি সন্তান ফিৎরাত তথা সৃষ্টিগতভাবে প্রভুকে স্বীকার করার স্বভাবের উপর জন্ম লাভ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নী পূজক বানায়।" যেমন একটি পশু আরেকটি সুস্থ পশুকে ভুমিষ্ট করে। তা সুস্থ পশু থেকে কি নাক কান কাটা কোন পশু জন্ম লাভ করে? তারপর তিনি পাঠ করেন, "এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম।[১]

সুতরাং মানুষকে যদি তার ফিৎরাত অনুযায়ী ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সে অবশ্যই সেই তাওহীদের দিকেই ধাবিত হবে, যা নিয়ে রাসূলগণ এসেছিলেন, আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল এবং জাগতিক নিদর্শনাবলী যার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু বিভ্রান্তিকর শিক্ষা এবং নাস্তিক্যবাদ পরিবেশ শিশুর মন-মগজ পরিবর্তন করে দেয়। আর সেখান থেকেই সে বিপদগামী হয় এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে।

হাদীসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

﴿وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾رواه مسلم

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বান্দাকে একত্ববাদে বিশ্বাসী (ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ) করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের নিকট আসে এবং তা থেকে তাদেরকে অমনোযোগী করে দেয়। তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম তা হারাম করে দেয় এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয় আমার সাথে শির্ক করার, যে ব্যাপারে আমি কোন দলীল প্রমাণ পাঠাইনি।"[২]

অর্থাৎ তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় মূর্তী পূজার দিকে এবং এক আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে প্রভু হিসেবে মেনে নিতে। অতঃপর তারা পতিত হয় বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্নতা এবং মতবিরোধে। প্রত্যেকেই ইবাদত করার জন্য একজন করে প্রভু উপাস্য তৈরী করে, যার সাথে অন্যের প্রভুর কেন সম্পর্ক থাকে না। আর এ ভাবেই তারা নানা প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়। কেননা যখনই সত্য প্রভুকে পরিত্যাগ করে বাতিল প্রভু গ্রহণ করে তখনই তাকে ধ্বংস ও বিড়ম্বনায় নিপতিত হতে হয়।

---

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়: তাফসীর, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। হা/ ৪৪০২ মুসলিম, অধ্যায়: তকদীর, অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে.... একথার অর্থ। হা/ ৪৮০৩

[2] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: জান্নাত এবং তার সুখ-সাচ্ছন্দ ও অধিবাসীদের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা দুনিয়াতে জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে জানা যায়। হা/ ৫১০৯

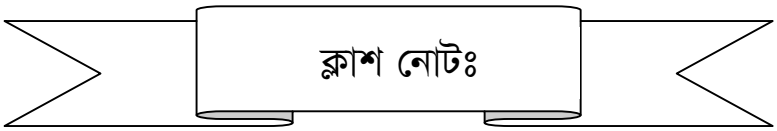
ক্লাশ নোটঃ

মাবূদ সম্পর্কে পথভ্রষ্ট জাতির বিভ্রান্তিকর কল্পনার কিছু বিবরণ ঃ

মুশরিকদের একটি দল বিশ্বাস করে যে, তাদের উপাস্যগণ জগতের কোন কোন কাজে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। শয়তান এদেরকে নিয়ে তামাশা করে। তাদের একটি দল মৃত লোকদের মূর্তী তৈরী করে, তাদেরকে সম্মানের নামে তাদের উপাসনা করতে আহবান জানায়। যেমন- নূহ্ (আঃ) এর সম্প্রদায়।

অপর দল বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের পূজা-অর্চনা করে। এই ধারণায় যে, পৃথিবীর উপর এগুলোর বিশেষ কোন প্রভাব রয়েছে। তাই তাদের কেহ সূর্যের ইবাদত করে, কেহ চন্দ্রের, আর কেহবা অন্যান্য নক্ষরাজীর উপাসনা করে থাকে। কেহ আবার আগুনের ইবাদত করে, এদেরকে বলা হয় অগ্নি পূজক।

আরো রয়েছে ফেরেস্তা, গরু, গাছ, পাথর, কবর বা মাযার ইত্যাদি বস্তুর পুজারী নানা দল।

এদের উপাসনার মূল কারণ হলো- তারা ধরে নিয়েছে যে, এই বস্তুগুলোর মধ্যে রুবুবিয়্যাতের কোন না কোন বৈশিষ্ট মওজুদ আছে।

যেমন, পূর্বযুগ ও বর্তমানের মাযার পূজারীগণ বিশ্বাস করে যে, কবরের মৃত ব্যক্তিগণ তাদের জন্য সুপারিশকারী এবং তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। তারা বলে যে,

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾

"আমরা তো এজন্যই তাদের ইবাদত করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়।"[১]

যেমন আরবের কতক মুশরিক এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের উপাস্যগণকে আল্লাহ্র সন্তান বলে মনে করেছিল। আরবের মুশরিকগণ ফেরেস্তাদের উপাসনা করত এই বিশ্বাসে যে, তারা আল্লাহ্র কন্যা। আর খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ) এর উপাসনা করত এই ভেবে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ্)

এই অবান্তর ধারণাগুলির অপনোদনঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত অবান্তর চিন্তাধারার সবগুলোরই খন্ডন করেছেন।

ক) মূর্তী পূজারীদের দাবীর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

"আর তাদেরকে ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন তাঁর পিতাকে এবং সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বললঃ প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকে নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। তিনি (ইব্রাহীম আঃ) বললেনঃ যখন তোমরা আহবান কর, তখন কি তারা তোমাদের কথা শুনে? বা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা জবাবে বললঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ পূরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করতো।"[২]

---

[1] . সূরা যুমার- ৩

[২]. সূরা শো'আরা ঃ ৬৯-৭৪

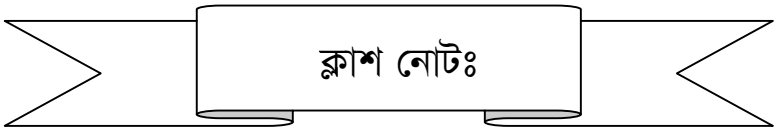
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

দেখা যাচ্ছে, তারা একথার প্রতি একমত হয়েছে যে, প্রতিমা সমূহ তাদের কোন আহবান শোনে না এবং ভাল-মন্দ করারও ক্ষমতা রাখে না। তবে তারা শুধু পূর্ব পুরুষদের তাকলীদ (অন্ধানুসরণ) করেই তাদের পুজা-আর্চনা করে থাকে। আর তাকলীদ একটি খোঁড়া দলীল।

খ) চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র পূজারীদের যুক্তির প্রতিবাদে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"এবং তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস-রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না চন্দ্রকেও না; আল্লাহ্কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।"[১]

গ) আল্লাহ্র সন্তান ভেবে ঈসা (আঃ) এবং ফেরেস্তাদের উপাসনার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾

"কিভাবে আল্লাহ্র সন্তান হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই?"[২]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"তিনি কাউকে জম্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জম্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[৩]

<u>প্রশ্নমালাঃ</u>

১) দলীলসহ তাওহীদের সংজ্ঞা দাও?

২) তাওহীদের প্রকারভেদ উল্লেখ কর?

৩) তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ কাকে বলে? ইসলমে দাখিল হওয়ার জন্য এই তাওহীদের স্বীকৃতি কি যথেষ্ট? দলীলসহ ব্যাখ্যা কর।

৪) কোনটা ফিৎরাতী বিষয়- তাওহীদ না শিরক? কুরআন এবং হাদীস থেকে এ ব্যাপারে দলীল পেশ কর।

৫) প্রভূকে জানতে কোন কোন মানুষ কি কারনে পথভ্রষ্ট হয়েছে? আর কেনই বা নূহ (আঃ) এর জাতি, মাযার পূজারীগণ এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে গাইরুল্লাহ্র উপাসনা করছে?

৬) নিম্নের বাক্যগুলি পূর্ণ করঃ-

ক) প্রতিমা পূজারীদের দাবীর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন.....

খ) চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্র পূজারীদের যুক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন.....

গ) ফেরেস্তা এবং ঈসা (আঃ) এর উপাসনাকারীদের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন.....

---

[১]. সূরা হা-মীম সিজদাহ্ ৩৭

[২]. সূরা আনআম- ১০১

[৩]. সূরা ইখলাস-৩-৪

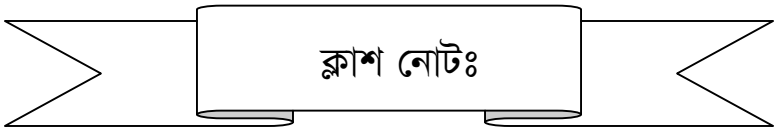
ক্লাশ নোটঃ

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্

সংজ্ঞাঃ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য বান্দার ক্রিয়া কর্মকে নির্দিষ্ট করা, যা সে তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। আর উহা হলো শরীয়ত সমর্থিত এই বিষয়গুলো যেমন- দু'আ বা প্রার্থনা করা, নযর বা মান্নত, কুরবানী, আশা -আকাংখা, ভয় -ভরসা ইত্যাদি।

উদাহরণঃ

নামাযঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নামায না পড়া।

প্রার্থনাঃ আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট প্রার্থনা না করা। এতএব কোন নবী বা ওলী (পীর) বা ফেরেস্তাকে ডাকা যাবেনা, (এবং তাদের নিকট প্রার্থনাও করা চলবে না।)

যবেহ্ করাঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে প্রাণী যবেহ্ না করা। সুতরাং কোন মানুষ বা জ্বীন বা ফেরেস্তার উদ্দেশ্যে প্রাণী যবেহ্ করা বৈধ নয়।

নযর বা মান্নত করাঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু মান্নত না করা।

সাহায্য প্রার্থনাঃ যে সব বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই সে সব বিষয়ে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্যের সাহায্য প্রার্থনা না করা বা সাহায্য না চাওয়া।

বিপদে আশ্রয় প্রার্থনাঃ যে সব বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই, সে সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত করো নিকট বিপদাপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না। সুতরাং মৃত ব্যক্তি বা সৎ ব্যক্তিদের নিকট বিপদাপদে আশ্রয় কামনা করা হারাম।

এই প্রকার তাওহীদকেই কাফেরগণ অমান্য করেছিল। এবং নূহ (আঃ) থেকে নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল রাসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে মূল বিরোধ ছিল এই তাওহীদকেই কেন্দ্র করে।

এই প্রকার তাওহীদের গুরুত্বঃ

১) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাসুলের দা'ওয়াতের মূল বিষয় হওয়া ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"এবং প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা একজন করে রাসূল (দুত) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত[১] থেকে দূরে থাক।"[২]

প্রত্যেক রাসূল তাওহীদে উলুহিয়্যাতের মাধ্যমেই তাঁর উম্মতের মাঝে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। যেমন- নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), ছালেহ্ (আঃ), শুআইব (আঃ) প্রমূখ নবীগণ বলেছিলেনঃ

﴿يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

[১] তাগুতঃ আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রকার বাতিল শক্তিকে তাগুত বলা হয়

[২] . সূরা নাহাল- ৩৬

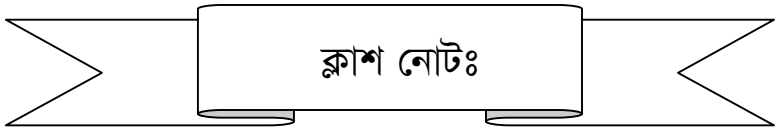
ক্লাশ নোটঃ

"হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য উপাস্য নেই।"[১]

২) **প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম এই তাওহীদের জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য হওয়া ঃ** প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ﴾

"আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার, যে পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এটা মেনে নেবে, তখন ইসলামের অধিকার[২] ব্যতীত তাদের জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। আর তাদের কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে।"[৩]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

"অতঃএব জেনে রাখুন আল্লাহ্ ছাড়া সঠিক কোন উপাস্য নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।"[৪]

এই কারণে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের নির্দেশ দেয়া হয়। (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল)

৩) ইহকালীন যাবতীয় কল্যাণ ও সুখ-শান্তি তাওহীদে উলুহিয়্যার জ্ঞান লাভ করার উপরই নির্ভরশীল।

৪) এই তাওহীদই সকল আমল প্রস্তুত করার মূল ভিত্তি। উহার বাস্তবায়ন ছাড়া কোন আমলই পরিশুদ্ধ বা গ্রহণ যোগ্য হবেনা। কেননা এই তাওহীদের সঠিক বাস্তবায়ন না হলে উহার পরিপন্থী বিষয় অবশ্যই সেখানে স্থান পাবে। আর তা হলো 'শির্ক'।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেনঃ

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

"আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা রূপ করে দেব।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾

---

[১]. সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯, ৬৫, ৮৫

[2]. ইসলামের অধিকার হচ্ছেঃ তিনটি ক্ষেত্রে কালেমা পাঠকারীর জান হত্যা করা বৈধঃ ১) অন্যায়ভখাবে কাউকে হত্যা করলে, ২) বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে, ৩) ইসলাম ধর্ম পরিত্যা করে মুরতাদ হলে। (বুখারী ও মুসলিম) আর সম্পদের ক্ষেত্রে ইসলামের অধিকার হচ্ছেঃ যাকাত।

[৩]. [ছহীহ] বুখারী ও মুসলিম

[৪]. সুরা মুহাম্মদ-১৯

[৫]. আল ফুরকান-২৩

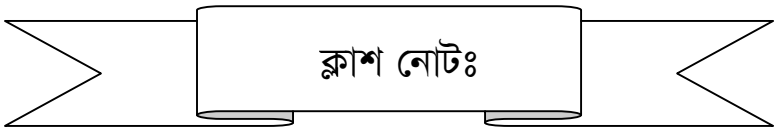
ক্লাশ নোটঃ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে।"[১]
আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালেমের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[২]

প্রশ্নঃ

১) তাওহীদে উলুহিয়্যার সংজ্ঞা দাও? উহার মধ্যে এবং তাওহীদে রুবুবিয়্যার মধ্যে পার্থক্য **নিরূপন কর**।

২) নিম্ন লিখিত বাক্যগুলি সঠিক না বেঠিক নিরূপন কর? আর বেঠিক হলে সঠিক কি হবে দলীলসহ উল্লেখ কর?

ক) তাওহীদে উলহিয়্যাহ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহকে অপরিহার্য করে।

খ) তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ছিল নবীদের দা'ওয়াতের মূল বিষয়।

গ) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ ফিৎরাতী ব্যাপার। বিশ্বের কেহই ইহাকে অস্বীকার করে নি।

ঘ) একজন মানুষ মুসলমান হওয়ার জন্য তাওহীদে রুবুবিয়্যার প্রতি ঈমান আনাই যথেষ্ট।

ঙ) একজন সজ্ঞান, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর সর্ব প্রথম অপরিহার্য বিষয় হল তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা।

---

[১] . সূরা নিসা-৪৮, ১১৬
[২] . সূরা মায়েদা- ৭২

ক্লাশ নোটঃ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

তৃতীয়তঃ তাওহীদে আসমা ওয়াস্‌সিফাত বা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদঃ

সংজ্ঞাঃ উহা হচ্ছে- আল্লাহ্‌র অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহত্বের দলীল বহন করে, একথার প্রতি ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে উহার উল্লেখ হয়েছে। কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য আরোপ না করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১]

এই আয়াতে কোন বস্তু তাঁর অনুরূপ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা- এই গুণরাজী তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এটাই হলো সাল্‌ফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন ও তাবে তাবে-তাবেয়ীনগণের নীতি বা আকিদা-বিশ্বাস। তাঁরা সকলেই আল্লাহর নাম ও গুণরাজীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিখানো পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যে নাম ও গুণরাজী পছন্দ করেছেন বা তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নাম ও গুণরাজী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন উহা ব্যতীত অন্য কোন নাম বা গুণাবলী আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেহই অধিক জ্ঞানী নয়। এমনি ভাবে আল্লাহ্‌র পর তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই।

সুতরাং যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নাম ব্যতীত আল্লাহ্‌র জন্য অন্য কোন নাম স্থির করে বা উহার কোনটা অস্বীকার করে বা সৃষ্টি জীবের সাথে তাঁর সাদৃশ্য আরোপ করে বা (উহার কোন একটিকে বিকৃত করে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা করে) তাহলে সে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করল। আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾

"যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে, তার চাইতে অধিক অত্যাচারী (গোনাহগার) আর কে?"[২]

কতগুলো নাম ও গুণরাজীর দৃষ্টান্তঃ

ক) নামঃ যেমন- الرحمن (পরম করুণাময়), الرحيم (পরম দয়ালু), القادر (ক্ষমতাবান), السميع (সর্বশ্রোতা), القدير (মহা ক্ষমতাধর), البصير (সর্বদ্রষ্টা), القدوس (অতি পবিত্র),

[১] . সূরা শূরা - ১১
[২] . সূরা ক্বাহাফ- ১৫

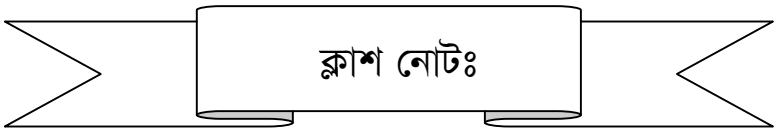
ক্লাশ নোটঃ

খ) গুণরাজীঃ যেমনالعلو (সূমহান), السمع(শ্রবণ করা), البصر (দেখা), القدرة (ক্ষমতা), الوجه (মুখমণ্ডল), اليد (হাত) ইত্যাদি।

কয়েকটি সংজ্ঞাঃ

التحريف (তাহরীফ)ঃ কোন نص বা মূল উক্তির মধ্যে শব্দগত এবং অর্থগত ভাবে পরিবর্তন করা। শাব্দিক পরিবর্তন হয়- শব্দের মধ্যে সংযোজোন বা উহার আকৃতি বিকৃতির মাধ্যমে। যেমন- আশআরী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী বিদআতীগণ আল্লাহর বাণী "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" "মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত।"[১] এর মধ্যে استوى শব্দকে পরিবর্তন করে استولى বলে থাকে।

আর আর্থিক পরিবর্তন হলো- শব্দকে স্বীয় অবস্থায় রেখে উহার সঠিক অর্থ না করে বাতিল অর্থ গ্রহণ করা। যেমন- اليدين বা "দু'ই হাত" যা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত, এর মূল অর্থ পরিত্যাগ করে 'শক্তি' বা 'নে'আমাত' বা 'পুরস্কার' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করা।

التعطيل (তা'তীল)ঃ উহা হল- যে সকল নাম বা গুণরাজী আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট, উহা অস্বীকার করা বা উহার কোন একটি অমান্য করা। যেমন- আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে- কথা বলা, আসা, দেখা ইত্যাদি অস্বীকার করা বা তার কোন একটি প্রত্যাখ্যান করা।

التكييف (তাক্‌য়ীফ)ঃ উহা হলো কোন বস্তুর ধরণ-গঠন নির্দিষ্ট করা। বা তার অবস্থার বর্ণনা দেয়। যেমন- কেহ কেহ বলে থাকে- আল্লাহ্‌র "হাত" বা তার "অবতরণ" এরূপ... এরূপ...।

এ ধরণের মন্তব্য ঠিক নয়। কেননা আকৃতির বিবরণ তো কুরআন-হাদীসে উল্লেখ হয়নি। সুতরাং সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে যেভাবে শব্দগুলো কুরআন-হাদীসে এসেছে ঠিক সেভাবেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

التمثيل (তামছীল) ঃ উহা হলো- কোন বস্তুর নমুনা নির্দিষ্ট করা।

التشبيه (তাশবীহ্‌) ঃ কোন বস্তুর সদৃশ সাব্যস্ত করাকে তাশবীহ বলা হয়।

التمثيل শব্দটি দুটি বস্তুর একটি নমুনা নির্দিষ্ট করে। আর উহা হলো উভয়ে সকল দিক থেকে এক সমান বা বরাবর হওয়া।

التشبيه শব্দটি পারস্পরিক তুলনা করা অর্থে ব্যবহার হয়। আর উহা হলো উভয়ে অধিকাংশ গুণাবলীতে বরাবর হওয়া।

আল্লাহ্‌র উত্তম নামসমূহ্‌ তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ বহন করেঃ

এই পবিত্র নামগুলো নিছক নামই নয় যে উহার কোন অর্থ নেই; বরং উহা একদিকে সম্মানিত নাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সম্বলিত এবং অপরদিকে উহা তাঁর মহান গুণরাজীর সাক্ষ্যও বহন করে।

---

[1] . সূরা ত্বাহা- ৫।

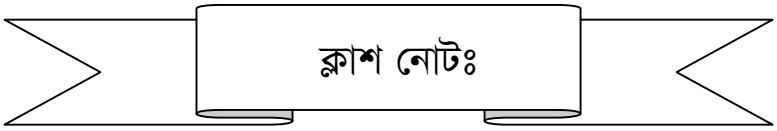
ক্লাশ নোটঃ

প্রতিটি নাম এক একটি গুণের অধিকারী। যেমন- الرحمن, الرحيم (রাহমান), (রাহীম) নাম দুটি "রহমত" নামক বিশেষণের অধিকারী। السميع و البصير নাম দু'টি যথাক্রমে শ্রবণ করা এবং দেখা- বিশেষণ যুক্ত। العليم "মহাজ্ঞাণী" নামটি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা প্রত্যেক বস্তু ব্যপৃত। এমনি ভাবে الكريم "মহা সম্মনিত" নামটি সম্মান নামক বিশেষণে যুক্ত। الخالق "স্রষ্টা" শব্দটি সৃষ্টি করা, الرزاق "রিজিক দাতা" নামটি রিজিক দেয়া বিশেষণের দাবিদার।

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং উহার প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা, এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উহার প্রভাবঃ

১) কোন বান্দার পক্ষে তার প্রতিপালকের প্রকৃত পরিচয় লাভের কোনই পথ নেই- তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ব্যতীত।

এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণাদী রয়েছে; বরং বলা যায়, আল কুরআন পুরাটাই আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে কথা বলে। এ থেকেই জানা যায়, ঐ সমস্ত লোকদের ভয়াবহ পাপাচার ও দুস্কৃতির পরিচয় যারা আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজ-কর্ম ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ রূপে বা তার কিছু অংশ অস্বীকার করে।

কেননা, তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। কোন অস্তিত্বপূর্ণ বস্তুর গুণাবলী, নাম, বা তাঁর কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করারই দাবী রাখে- যাতে তা থেকে কোন উপকার অর্জন সম্ভব না হয়।

২) ইলম বা জ্ঞান এবং আমল বা কর্মের মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে বা তাতে ঘাটতি হয়। (ঈমান কম-বেশী হয়)

বান্দাহ যখন আল্লাহ বা তাঁর নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আবার জ্ঞান এবং কর্মের ঘাটতি হলে ঈমানেরও ঘাটতি দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"আর যখন কোন সূরা অবর্তীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। এটি তাদের কুলষের সাথে আরো কুলষ বৃদ্ধি করেছে। এবং তারা কাফের অবস্থাই মৃত্যুবরণ করল।"[১]

৩) আল্লাহ্‌র নাম সমূহের সংরক্ষণকারী (মুখস্তকারী), অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কারী এবং উহার দাবী অনুযায়ী আমলকারী এমন পুরস্কারে ভূষিত যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবগত নয়।

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

[১] . সূরা-তওবা ১২৪, ১২৫

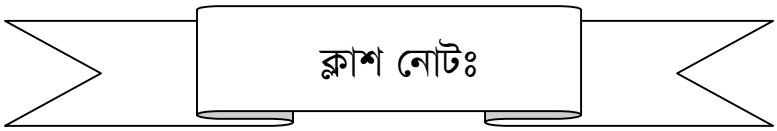
ক্লাশ নোটঃ

﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

ইমাম নবুবী (রঃ) বলেন- ইমাম বুখারী (রঃ) সহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মনীষিগণ বলেছেনঃ এখানে (أحصاها) (গণনা করার) অর্থ হলো মুখস্ত করা।

৪) যখন প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ এবং গুণরাজী তাঁর মহত্ম, পূর্ণতা, ও নেতৃত্বের দাবীদার, তখন উহাই উত্তম পন্থা যার মাধ্যমে বান্দা তার ইবাদতের কর্মসূচী নির্ণয় করতে পারে। যেমন- একক ভাবে আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা ও প্রশংসা করা, একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই আহবান করা অর্থাৎ শুধু তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা।

৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিটি নাম এবং গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন বান্দার ইবাদতে বিশেষ ধরণের প্রভাব ফেলে। যখন সে জানবে যে, তার প্রভু কঠিন শাস্তি প্রদানকারী, তিনি রাগন্বিত হন, তিনি ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী, যা ইচ্ছা তা-ই করেন, দেখেন, শোনেন, প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়, তখন এই বিষয় গুলো তাকে উদ্বুদ্ধ করবে- আল্লাহর সদাদৃষ্টি সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে, তাঁকে ভয় করতে এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকতে।

আবার যখন সে জানবে যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু, সম্মানিত, বান্দার তওবায় খুশি হন এবং পাপরাশি মার্জনা করে দেন। তখন এ বিষয় গুলো তাকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে, আল্লাহর প্রতি সুধারনা ও আশাবাদী হওয়ার দিকে ধাবিত করবে।

যখন একথার জ্ঞান লাভ করবে যে, তার আল্লাহ অনুগ্রাহী, সকল প্রকার নেয়ামত দানকারী, তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি দান করেন, রিজিক দেন, সৎ কাজের পুরস্কার দেন আর মুমিন বান্দাদিগকে সম্মানিত করেন, তখন এই বিষয়গুলো তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবে, তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হবে, সুভ কর্মে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বেশী বেশী সৎ কর্ম করার চেষ্টা করবে। এবং অপর মুসলিম ভায়ের কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী হবে ।

আবার যখন বুঝতে পারবে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহই ন্যায় পরায়ন শাসক, তিনি অন্যায়-অত্যাচার সীমালংঘন ও শত্রুতা পছন্দ করেন না; বরং তিনি অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী ও দুস্কৃতিকারীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন, তখন স্বভাবতঃই সে সৃষ্টি জীবের প্রতি জুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাকবে, শত্রুতা, অবাধ্যতা, দুস্কর্ম, ধোকাবাজী, খিয়ানত ইত্যাদি পাপাচার থেকে দূরে থাকবে। নিজের প্রতি ন্যায় পরায়ন হবে, মুসলিম ভাইদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে।

[১] . [ছহীহ্] বুখারী, অধ্যায়ঃ শর্তআরোপ করা, অনুচ্ছেদ: স্বাকারোক্তি ও শর্তারোপের ক্ষেত্রে কি শর্ত ও ব্যতীক্রম করা যায় হা/ ২৫৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দু'আ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর নাম সমূহ ও তা মুখস্ত করার ফযীলত। হা/ ৪৮৩৬।

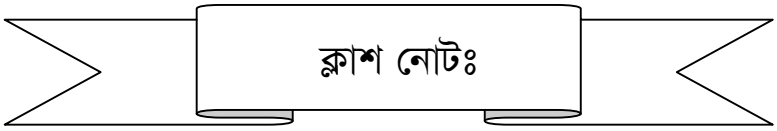
ক্লাশ নোটঃ

এমনিভাবে যতই সে আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে, ততই সুন্দর ও প্রশংসিত আচরণে নিজেকে ভূষিত করতে পারবে।

❋ নোটঃ এই বিষয় গুলো আগামী ক্লাশ গুলোতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইন্শা আল্লাহ্॥

প্রশ্নঃ

১) দলীল উল্লেখ করে আসমা ওয়াস্সিফাতের সংজ্ঞা দাও।

২) 'সালাফ' (পূর্ববতী মনিষী) কারা? আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের আকিদা বিশ্বাসই বা কি?

৩) আল্লাহ বা তাঁর রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত গুণাবলী ছাড়া অন্য গুণাবলীতে কেন আল্লাহকে ভূষিত করা যাবে না?

৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলোর সংজ্ঞা দাওঃ-
(ক) তাহরীফ (খ) তাক্য়ীফ (গ) তা'তীল (ঘ) তাশবীহ (ঙ) তামছীল

৫) আল্লাহ তা'আলার দু'টি নাম এবং দু'টি ছিফাত (গুণ) অর্থসহ উল্লেখ করে তা প্রমাণের জন্য দলীল পেশ কর।

৬) বান্দার পক্ষে তার প্রভু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের পন্থা কি?

৭) "জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায়" একথার দলীল দাও।

৮) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কয়েকটি উপকারিতা বর্ণনা কর।

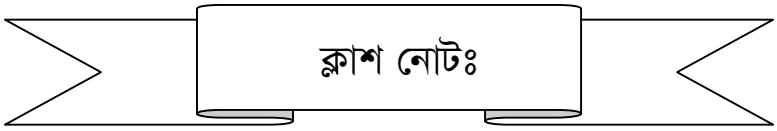
ক্লাশ নোটঃ

তিনটি মূলনীতি

ভূমিকাঃ

প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো তার প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং একক ভাবে তাঁরই ইবাদত করা।

এমনি ভাবে তার দ্বীন বা ধর্ম এবং নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য, যাতে করে সত্যিকার ভাবে সে একজন পূর্ণ ঈমানদারে পরিণত হতে পারে। আর পরিপূর্ণ ঈমানদার কখনই হতে পারবে না যতক্ষণ উপরোক্ত বিষয় গুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন না করবে।

নিম্নে সেই তিনটি মূলনীতির বর্ণনা দেয়া হলো (যে ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষ স্বীয় কবরে জিজ্ঞাসিত হবে।)

প্রথম মূলনীতি (প্রভুর পরিচয়)

প্রশ্নঃ (১) যদি বলা হয় তোমার প্রভু কে?

উঃ তুমি বল- "আমার প্রভু মহান আল্লাহ যিনি তাঁর দয়ায় আমাকে এবং সারা জগতকে প্রতি পালন করছেন। একথার দলীল "الحمد لله رب العالمين" "যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা।" (সূরা ফাতিহা -১)

প্রশ্নঃ (২) যদি বলা হয় "الرب" (প্রভু) অর্থ কি ?

উঃ- তাহলে তুমি বল এর অর্থ হলো- সবকিছুর মালিক এবং সবকিছুতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী উপাস্য।

প্রশ্নঃ (৩) তুমি কিভাবে তোমার প্রভুকে চিনবে?

উঃ- তাঁর নিদর্শনাবলী এবং সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে।

প্রশ্নঃ (৪) তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মাঝে সব চাইতে বড় কোনটি যা কখনো পরিবর্তন হয় না?

উত্তরঃ তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মাঝে সবচাইতে বড় হলো আসমান ও যমীন। একথার দলীল হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক (প্রভু) আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

প্রশ্নঃ (৫) আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোনটি বিরাট?

[১] . সূরা আ'রাফ- ৫৪

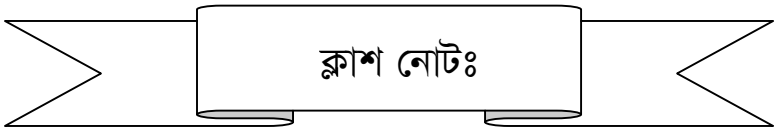
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিরাট যা দেখি তা হলো, রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র । একথার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীঃ (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)

"এবং তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে- দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র।"[১]

প্রশ্নঃ (৬) "الله" (আল্লাহ) শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ আল্লাহ্‌ অর্থ হলো- মা'বূদ বা সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও দাসত্বের অধিকারী।

প্রশ্নঃ (৭) আল্লাহ তোমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব ও ইবাদতের জন্য। দলীল, আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾

"আর আমি মানব এবং জ্বীনকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"[২]

প্রশ্নঃ (৮) আল্লাহর ইবাদত কি?

উত্তরঃ তাঁর ইবাদত হলো তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা ও তাঁর আনুগত্য করা। একথার দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾

" আর আমি মানব এবং জ্বীনকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্‌ যারিআত- ৫৬)

প্রশ্নঃ (৯) সর্ব প্রথম কোন বিষয় আল্লাহ্‌ তোমার উপর ফরজ করেছেন?

উত্তরঃ সর্ব প্রথম যে বিষয় আল্লাহ আমার উপর ফরজ করেছেন তা হলো- এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাগুত তথা আল্লাহ্‌ বিরোধী শক্তিকে অস্বীকার করা। একথার দলীল, আল্লাহর বাণী ঃ

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"অতএব যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না (অস্বীকার করবে) এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়। আর আল্লাহ্‌ সবই শুনেন এবং জানেন।"[৩]

প্রশ্নঃ (১০) **العروة الوثقى** "সুদৃঢ় হাতল" কি?

উত্তরঃ উহাই হলো "**لاإله إلاالله**" বা কালিমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"

প্রশ্নঃ (১১) "**لاإله إلاالله**" "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ কি?

উত্তরঃ এই কালেমার অর্থ হলো -"আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।"

---

[১] . সূরা ফুস্‌সিলাত ৩৭

[2] সূরা আয্‌ যারিআত- ৫৬

[৩] . সূরা বাক্বারা-২৫৬

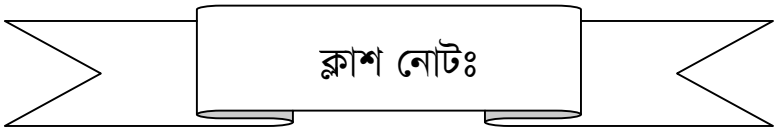
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

দ্বিতীয় মূলনীতি (নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিচয়)

১। প্রশ্নঃ তোমার নবী কে?

উত্তরঃ তিনি হলেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহর পুত্র। তাঁর (আব্দুল্লাহর) পিতা আব্দুল মুত্তালিব। তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম হলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত। কুরাইশ আরবের একটি গোষ্ঠির নাম। আর আরবগণ হলেন ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর, যিনি ইব্রাহীম খলিল এর পুত্র। (তাঁর উপর এবং আমাদের নবীর উপর উত্তম দরূদ ও পূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক।)

২। প্রশ্নঃ- মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল ?

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন ৬৩ বছর বয়সে। এর মধ্যে ৪০বছর নবুওতের পূর্বে এবং ২৩ বছর নবী ও রাসূল হিসেবে অতিবাহিত করেন। "اقرأ" (পড়) শব্দের মাধ্যমে নবুওত প্রাপ্ত হন। আর "يأيها المدثر" "হে চাদরাচ্ছাদিত উঠুন, সতর্ক করুন।" বাক্যের মাধ্যমে রিসালাত প্রাপ্ত হন।

তাঁর জন্মভূমি মক্কা মুকার্‌রামা এবং মদীনা মুনাওয়ারাহ্ হিজরতের স্থান। শির্‌ক থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দিকে আহবানের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনের দলীল-

﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾

"হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন। আপন প্রভুর মহাত্ম ঘোষণা করুন। আপন পোষাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। এবং আপনার পালনকর্তার আদেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করুন।"[১]

উল্লেখিত আয়াত গুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ-

(قم فأنذر) "উঠুন সতর্ক করুন" অর্থাৎ শিরক থেকে লোকদের ভয় দেখান, এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানান।

(وربك فكبر) "আপনার প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন" অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব প্রচার করুন।

(وثيابك فطهر) "আপনার পোষাক পবিত্র করুন" অর্থাৎ আপনার আমল সমূহকে শির্‌কের কলুষতা থেকে পবিত্র করুন।

[১] . সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ১-৭

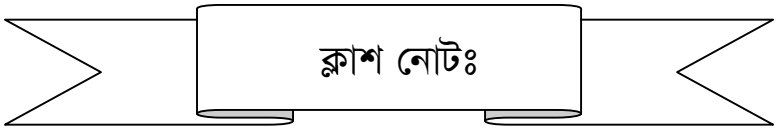
ক্লাশ নোটঃ

(والرجز فاهجر) "এবং অপত্রিতা থেকে দূরে থাকুন" এখানে অপবিত্রতা অর্থ- প্রতিমা। "দূরে থাকুন" অর্থাৎ প্রতিমা এবং উহার পুজারীদেরকে পরিত্যাগ করুন। আর তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করুন।

এই আয়াতগুলোর ভিত্তিতে তিনি প্রথম ১০ বছর তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে আহবান করেন। অতঃপর মে'রাজের রাত্রিতে আকাশে উত্থিত হন। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত (নামায) ফরজ করা হয়।

মক্কায় তিন বছর উক্ত ছালাত সুচারুরূপে আদায় করার পর মদীনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় মূলনীতি (ধর্মের পরিচয়)

১। প্রশ্নঃ যদি বলা হয়- তোমার ধর্ম কি?

উত্তরঃ তাহলে বল- আমার ধর্ম- ইসলাম। এই ইসলাম দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সকল মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কথায়-কাজে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার।

২। প্রশ্নঃ আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন তম্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদেশ কোনটি ?

উত্তরঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ্‌র আদেশটি হলো- একক ভাবে তাঁরই ইবাদত করা, যার কোনই শরীক নেই।

৩। প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে ভয়াবহ কোনটি?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা সব চাইতে ভয়াবহ যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা হলো- তাঁর ইবাদতের (দাসত্বের) মাঝে অন্য কাউকে শরীক করা।

আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর চাইতে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।"[১]

[১] . সূরা নিসা- ৪৮ ও ১১৬

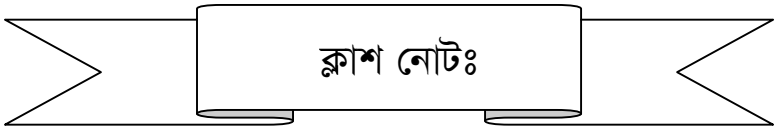
ক্লাশ নোটঃ

প্রশ্নমালাঃ

১) সে তিনটি মূলনীতি কি যে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক?

২) আপনার রব (পালনকর্তা) কে? দলীল কি? 'রব' শব্দের অর্থ কি?

৩) শুন্যস্থান পূরণ করুঃ

আমার নবী হলেন ---------- তিনি ---------- পুত্র। তাঁর পিতা ---------- । তাঁর পিতা ----------। তিনি ইন্তিকাল করেন ---------- বয়সে। এর মধ্যে ---------- নবুওতের পূর্বে এবং ---------- নবী ও রাসূল হিসেবে অতিবাহিত করেন। তাঁর জম্মভূমি ---------- এবং ---------- হিজরত স্থান।

৪) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করঃ

ক) আমার ধর্ম ইসলাম যা দিয়ে মুহাম্মাদ (ছা:)কে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে ভয়াবহ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্যতা।

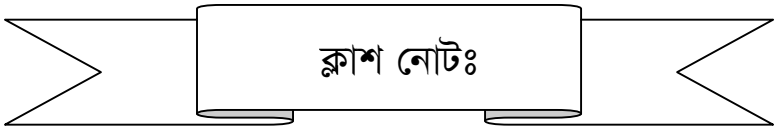
ক্লাশ নোটঃ

ধর্মের স্তর সমূহ

ধর্মের স্তর তিনটিঃ-

(১) ইসলাম (الاسلام)

(২) ঈমান (الإيمان)

(৩) ইহসান (الاحسان)

প্রতিটি স্তরের কয়েকটি করে রুকন রয়েছে।

প্রথম স্তরঃ (الاسلام)
ইসলাম

সংজ্ঞাঃ ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) ও আনুগত্যের সহিত এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা। এবং শিরক ও উহার অনুসারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা।

একজন মানুষ তখনই প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে যখন কালেমায়ে শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করে ইসলামের রুকনগুলোর উপর আমল করবে।

ইসলামের রুকন পাঁচটিঃ

১। কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। অর্থাৎ- সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল।

২। ছালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রামাযানের ছিয়াম পালন করা।

৫। আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ্জ পালন করা।

উক্ত ভিত্তি সমূহের দলীল ঃ

❋"আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।" একথা সাক্ষ্য দেয়ার দলীল হলো, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া (প্রকৃত) আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত (গ্রহণযোগ্য) আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[১]

[১] . সূরা আল ইমরান -১৮

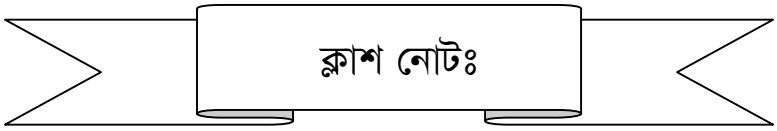
ক্লাশ নোটঃ

এই কলেমার অর্থ হলো- এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। এখানে দু'টি দিক রয়েছেঃ একটি নেতিবাচক অপরটি ইতিবাচক।

নেতিবাচক দিকটি হলো (لا إله) (নেই কোন মা'বুদ) এই বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত যত বস্তুর উপাসনা করা হয় তার সব কিছুই অস্বীকার করা হয়েছে।

ইতবাচক দিকটি হলো- (إلا الله) (আল্লাহ ছাড়া) এর মাধ্যমে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতকেই দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর আধিপত্য ও রাজত্বের মাঝে যেমন কোন অংশীদার নেই তেমনই তাঁর ইবাদতেও কোন শরীক বা অংশীদার থাকতে পারে না।

❋ "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল" এক কথার সাক্ষ্য দেয়ার দলীল হলো, আল্লাহর বাণীঃ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থাৎ- "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"[১]

"মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল" একথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো-

১) তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করা।

২) তিনি যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা।

৩) যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা এবং

৪) তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ্র ইবাদত না করা।

❋ ছালাত (নামায), যাকাত এবং তাওহীদর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দলীল হলো, আল্লাহর বাণী-

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্ম পথ।"[২]

❋ ছিয়াম বা রোযা ইসলামের অন্যতম ভিত্তি একথার দলীল হলোঃ আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারীতা (তাকওয়া) অর্জন করতে পার।"[৩]

❋ হজ্জের প্রমাণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾

---

[১]. সূরা তওবাহ -১২৮

[২]. সূরা বাইয়্যেনাহ- ৫

[৩]. সূরা বাক্বারা-১৮৩

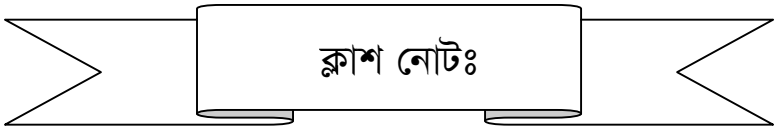
ক্লাশ নোটঃ

"আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর (পবিত্র) ঘরের হজ্জ করা (অবশ্য) কর্তব্য; যেলোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা অস্বীকার করে (তাহলে সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরওয়া করে না।"[১]

দ্বিতীয় স্তরঃ (الإيمان)
ঈমান

সংজ্ঞাঃ ঈমান হল- মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধম্যে কাজে পরিণত করা, উহা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপচারের কারণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ঈমানের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যেমনটি আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

﴿الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ﴾ – رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

"ঈমানের সত্তরের অধিক অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো- *"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"* [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই] মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্ব নিম্নতম শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাবোধ ঈমানের (অন্যতম) একটি শাখা।"[২]

ঈমানের ভিত্তি সমূহঃ

ঈমানের ভিত্তি ছয়টিঃ

১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান
২) ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান
৩) আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান
৪) নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান
৫) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান
৬) তক্দীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান

এই ভিত্তি সমূহের দলীল, আল্লাহ বলেনঃ

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

---

[১] . সূরা আলে ইমরান -৯৭

[2] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: ঈমানের শাখার গণনা ও সর্বত্তোম শাখা কোনটি। বুখারী, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: ঈমানের বিষয় সমূহ এবং আল্লাহর বাণী **ليس البر...**

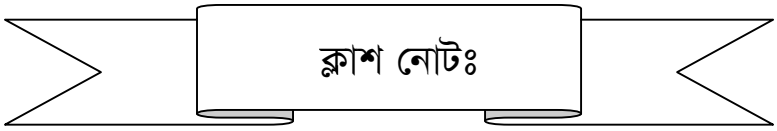
ক্লাশ নোটঃ

অর্থাৎ- "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর এবং সমস্ত নবী-রাসুলগণের উপর।"[১]
তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখার দলীলঃ আল্লাহ বলেনঃ

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)

" আমি প্রত্যেক বস্তুকে কদরের সাথে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।"[২]

তৃতীয় স্তরঃ (الاحسان)
ইহসান

সংজ্ঞা ও উহার ভিত্তি সমূহঃ

ইহসানের একটিই ভিত্তি। উহা হল, এমন ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয় তবে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন।
এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা হলোঃ

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার (আল্লাহ্‌ভীরু) এবং যারা সৎকর্ম করে।"[৩]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

অর্থাৎ- "আর আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন, এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"[৪]

উল্লেখিত তিনটি স্তরের (ইসলাম, ঈমান, ইহসান) দলীল সুন্নাহ থেকে ঃ

এ ব্যাপারে "হাদীছে জিবরীল" নামে খ্যাত হাদীছটি সর্বাধিক প্রযোজ্য।

হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, তাঁর পোশাক ছিল ধব্‌ধবে সাদা আর চুল ছিল কুচকুচে কালো। দূর হতে ভ্রমণ করে আসার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না তাঁর মধ্যে, আর তিনি আমাদের কারো পরিচিতও নন। তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটবর্তী হলেন, তাঁর হাঁটুতে স্বীয় হাঁটু লাগালেন এবং দুই হাত নিজ উরুর উপর রেখে বসে

[১]. সূরা বাক্বারা- ১৭৭
[২]. সূরা ক্বামার- ৪৯
[৩]. সূরা নাহাল -১২৮
[৪]. সূরা আশ্‌ শো'আরা ২১৭-২২০

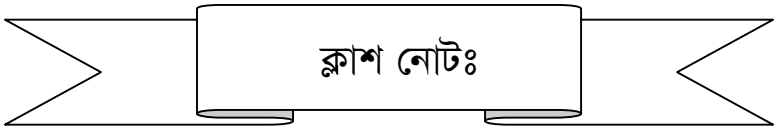
ক্লাশ নোটঃ

পড়লেন। অতঃপর বললেনঃ হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

﴿الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"ইসলাম হচ্ছে (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকারের) কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল। (২) ছালাত (নামায) কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) রামাযানে ছিয়াম (রোযা) পালন করা। (৫) সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ আদায় করা।" উত্তর শুনে তিনি বললেনঃ সত্য বলেছেন। আমরা অবাক হয়ে গেলাম- তিনি প্রশ্ন করেছেন, আবার উত্তরকে সত্য বলেছেন!

তিনি আবার বললেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

"উহা হল, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তাঁর ফেরেস্তাদের উপর (৩) তাঁর কিতাব সমূহের উপর (৪) তাঁর রাসুলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) ক্বদরের ভাল-মন্দের উপর।" উত্তর পেয়ে তিনি বললেন- সত্য বলেছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন- আমাকে ইহসান সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

"ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে (বিশ্বাস করবে যে,) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।"

অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "প্রশ্নকারীর চাইতে জবাব দানকারী এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নয়।" তিনি বললেন- তবে তার নিদর্শন বা আলামত সম্বন্ধে কিছু বলুন। তনি বললেনঃ

﴿أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ﴾

"দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। দেখবে নগ্নপদ, নগ্ন (পোশাকহীন), ক্ষুধার্ত রাখালেরা উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করবে।" এরপর আগন্তক ব্যক্তি চলে গেলেন। অতঃপর আমি (ওমর) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলাম। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রশ্ন করলেনঃ হে ওমর! তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেনঃ ইনি ছিলেন জিবরীল (আঃ)। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে।[১]

[1] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদ: ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও ঈমানের আবশ্যকতা। হা/ ৯।

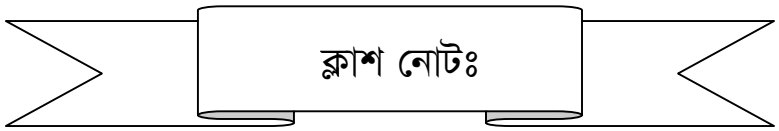
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

প্রশ্নমালাঃ

১। ধর্মের তিনটি স্তর কি কি? প্রতিটি স্তরের সংজ্ঞা দাও।

২। ইসলাম কাকে বলে? ইসলামের ভিত্তি কয়টি ? দলীল সহ উল্লেখ কর।

৩। নীচের বিষয়গুলোর একটি করে দলীল উল্লেখ করঃ

ক) একথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল।

খ) ছিয়াম পালন করা।

গ) তক্বদীরের প্রতি ঈমান।

ঘ) ইহসান।

৪। ঈমান এবং ইহসানের মাঝে পার্থক্য কি ? কোনটি সর্বোচ্চ স্তরের?

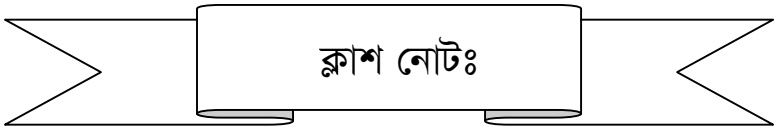
ক্লাশ নোটঃ

ইবাদত

ইবাদতের অর্থঃ ব্যাপক অর্থে ইবাদত হল, সকল প্রকার প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য এমন কথা ও কাজ যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং উহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন।
ইবাদত- অন্তর, ভাষা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত।
আত্মীক ইবাদতঃ ভয়, ভরসা, ভালবাসা, আশা-আকাংখা, আগ্রহ ইত্যাদি হল আত্মীক ইবাদত।
ভাষা ও অন্তর দিয়েঃ তাসবীহ পড়া (বা সুবহানাল্লাহ বলা), তাহলীল পড়া (বা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), প্রশংসা করা, শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) করা হল ভাষাগত ও আত্মাগত ইবাদত।
অন্তর ও দেহ দিয়েঃ আর ছালাত, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি হল- আত্মিক ও দৈহিক ইবাদত।

এছাড়া আরো অনেক ধরণের ইবাদত রয়েছে। যা আদায়ের মাধ্যমে হলো, অন্তর, ভাষা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ইবাদত এমন একটি বিষয়, শুধুমাত্র যাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِي، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জ্বিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাইনা যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।"[১]

ইবাদতের প্রকারভেদ এবং উহার ব্যাপকতা ঃ

ইবাদতের অনেক প্রকার রয়েছে। উহা ভাষা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আদায়কৃত প্রতিটি প্রকাশ্য আনুগত্যকে শামিল করে। এমনি ভাবে মুমিনের প্রতিটি কাজ, যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র নৈকট্য বা সন্তুষ্টি পেতে চায়, সেটাও ইবাদতের অন্তর্গত। এমনকি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ-কর্ম যেমন- ঘুমানো, খানা-পিনা, বেচা-কেনা, জীবিকার অনুসন্ধান, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে যদি আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি শক্তি অর্জন উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা সৎ নিয়তের কারণে ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তাতে প্রতিদানও দেয়া হয়। ইবাদত কেবল মাত্র পরিচিত নিদর্শনাবলীর উপর সীমাবদ্ধ নয়।

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উচিত হবে, দুনিয়াবী সব ধরণের কাজ যেমন, লিখা-পড়া, চাকুরী ইত্যাদিতে সৎ উদ্দেশ্য রাখা। যাতে করে সেটাও ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং তাতে ছওয়াব প্রদান করা হয়।

[১]. সূরা আয্ যারিয়াত ৫৬-৫৮

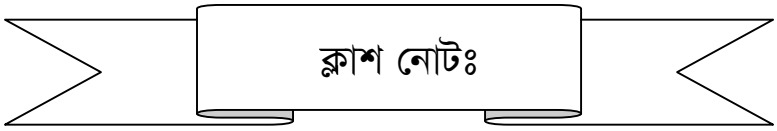
ক্লাশ নোটঃ

ইবাদত নির্দিষ্ট করণে কিছু ভ্রান্ত ধারণা ঃ

ইবাদত সমূহ তওকিফিয়া (অর্থাৎ দলীলের উপর নির্ভরশীল) অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নার দলীল ব্যতিরেকে কোন ইবাদতই বৈধ নয়। আর যা বৈধ নয় তাকেই বিদআত বলে গণ্য করা হয়- যা প্রত্যাখ্যাত।

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ﴾

"যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যার উপর আমাদের (শরীয়তের) অন্তর্ভূক্ত নয় তা অগ্রহণযোগ্য।"[১] (মুসলিম)

অর্থাৎ তার আমল প্রত্যাখ্যান করা হবে, গ্রহণীয় তো হবেই না বরং সে গুনাহ্গার হবে। কেননা ওটা আনুগত্য নয়- পাপের কাজ। আবার শরীয়ত সম্মত ইবাদত সমূহ আদায়ের সঠিক নীতিমালা হলো- শিথীলতা ও অলসতা এবং দৃঢ়তা ও বাড়াবড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾

"তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে, সবাই সোজা পথের উপর অটল থাক - যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তোমরা সীমালংঘন করবে না।"[২]

এই আয়াতে ইবাদতের ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হল, যাবতীয় ইবাদতের উপর এমন ধারায় অটল থাকা যা বাড়াবাড়ী এবং শিথীলতার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অতঃপর এই কথাটিকে "لاتطغوا "সীমালংঘন করবেনা"- শব্দ দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে।

الطغيان হচ্ছে- মাত্রাতিরিক্ত এবং দৃঢ়তার সহিত সীমা অতিক্রম করা, আর এটাই হল অতিরঞ্জন।

﴿أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهم يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾

---

[১] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়: সন্ধি, অনুচ্ছেদ: যুলুম করে সন্ধি করলে সন্ধি বাতিল। হা/ ২৪৯৯। মুসলিম, অধ্যায়: বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ: বাতিল ফায়সালা ভঙ্গ করা ও নতুন বিষয় প্রত্যাখ্যাত হওয়া, হা/৩২৪২।

[২] . সূরা হুদ- ১১২

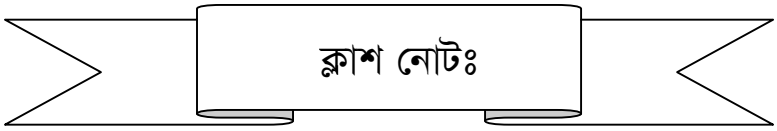
ক্লাশ নোটঃ

আনাস বিন মালিক (রা:) বলেন, তিন ব্যক্তি একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীদের গৃহে এসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলো। যখন তাদেরকে সে সম্পর্কে বলা হল, তখন উক্ত ইবাদতকে তারা অল্প ও তুচ্ছ মনে করল। তারা বলল, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তুলনায় আমাদের মর্যাদা কোথায়? আল্লাহ্ তো তাঁর আগের পিছের সমস্ত গুণাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই তাদের মধ্যে একজন বলেছিলঃ আমি সারা রাত নামাজ পড়ব, কখনো ঘুমাবো না। অপরজন বলেছিলঃ আমি সারা বছর প্রতিদিন ছিয়াম পালন করব কখনো তা পরিত্যাগ করব না। আর তৃতীয়জন বলেছিলঃ আমি কোন মহিলার সাথে কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না।

তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা নাকি এরূপ এরূপ বলেছো? আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। কিন্তু আমি রোজা রাখি আবার কখনো তা পরিত্যাগ করি, রাত জেগে নামায পড়ি আবার কিছু সময় ঘুমাই এবং আমি মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়েছি। (এটাই হল আমার সুন্নাত) সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হল, সে আমার উম্মতের অন্তর্গত নয়।"[১]

ইবাদতের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে পরস্পর বিরোধী দু'টি দল রয়েছে ঃ

১ম দলঃ তারা ইবাদতের অর্থ বুঝতে অপারগ হয়ে তা আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছে, এমনকি অনেক বড় বড় ইবাদতকেই তারা বর্জন করে বসেছে। আর নির্দিষ্ট সামান্য কিছু ক্রিয়া-কর্মের মাঝে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যা শুধু মাত্র মসজিদে আদায় হয়ে থাকে। তাদের ধারণানুযায়ী- বাড়ী-ঘর, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট, সাধারণ কাজ-কর্ম, রাজনীতি ইত্যাদিতে ইবাদতের কোন সুযোগ নেই। আর এটাই হল ধর্ম নিরপেক্ষতা, যা মানুষের ধর্মকে তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

হ্যাঁ মসজিদের আলাদা মর্যাদা রয়েছে। সেখানে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু 'ইবাদত' শব্দটি একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি কাজকেই অন্তর্ভূক্ত করে চাই তা মসজিদের ভিতরে হোক বা বাহিরে। কেননা, ইবাদত বা আল্লাহর দাসত্ব শুধু নির্দিষ্ট সময় বা স্থানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা একজন মুসলিমের জবীনের প্রতিটি সময় ও প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

একথার দলীল হল- আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"বলুন আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ- সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যে।"[২]

২য় দলঃ তারা ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ী করেছে। এমন কি মুস্তাহাব বিষয়গুলোকে ওয়াজেবের পর্যায়ে নিয়ে গেছে, কতক মুবাহ বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছে, কেহ যদি

---

[১] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: বিবাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৪৬৭৫ মুসলিম, অধ্যায়: বিবাহ, অনুচ্ছেদ: সামর্থ থাকলে বিবাহ করা মুস্তাহাব। হা/ ২৪৮৭।

[২] . সূরা আন্ আম -১৬২

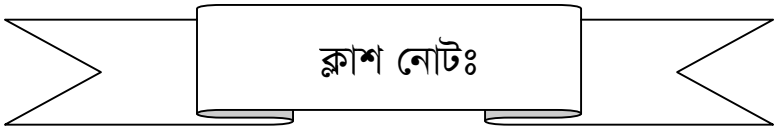
ক্লাশ নোটঃ

তাদের নীতিমালা বা চিন্তাধারার বিরোধিতা করে বা তা ভুল সাব্যস্ত করে তবে তাকে বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট বলে স্থির করেছে। আর এটাই হলো "الغلوفي الدين" বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ী। যে সম্পর্কে আল্লাহ সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾

"হে আহ্‌লে কিতাবগণ, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করো না।"[১]

আর এটা থেকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মতদেরকে সতর্কও করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

﴿وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ﴾

"সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ী করা থেকে সতর্ক হও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই "বাড়াবাড়িই" ধবংস করেছে।"[২]

আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (هلك المتنطعون) "অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক।" কথাটি তিনবার বলেছেন।[৩] (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় খুতবায় একটি কথা বারে বারে উচ্চারণ করতেন। তা জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা:) বর্ণনা করেছেন।

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾

"রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চক্ষু যুগল রক্তিম হয়ে উঠত, কণ্ঠস্বর উঁচু হতো, ক্রোধ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি একটি সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন। বলছেন, সকালে তোমাদের উপর আক্রমণ হবে, সন্ধায় তোমাদের উপর আক্রমণ হবে। আর তিনি আরো বলতেন, আমি এবং ক্বিয়ামত এরকম পাশাপাশি প্রেরীত হয়েছি। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি একত্রিত করলেন। তারপর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর সর্বত্তোম, হেদায়াত হচ্ছে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হেদায়াত, আর সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যাপার হল এই হেদায়াতের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, আর প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা....।"[৪] (মুসলিম)

---

[১] . সূরা নেসা-১৭১

[2] . [ছহীহ] নাসাঈ, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদ: কঙ্কর কুড়ানো। হা/ ৩০০৭। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদ: কঙ্করের বর্ণনা, হা/ ৩০২০। দ্র: ছহীহুল জামে হা/ ২৬৮০, সিলসিলা ছহীহা, হা/ ১২৮৩।

[3] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: বিদ্যা, অনুচ্ছেদ: অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংস হোক। হা/ ৪৮২৩।

[4] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: জুম'আ, অনুচ্ছেদ: নামায ও খুতবা সংক্ষেপ করা। হা/ ১৪৩৫।

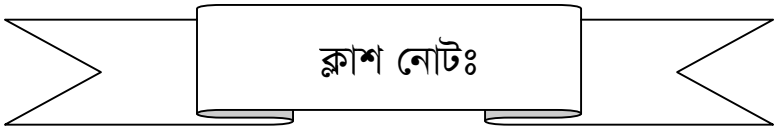
ক্লাশ নোটঃ

সঠিক ইবাদতের বুনিয়াদ সমুহঃ
প্রতিটি ইবাদত মূলতঃ তিনটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

(১) ভালবাসা (২) ভয়-ভীতি ও (৩) আশা-আকাংখা
ইবাদত সম্পন্ন হওয়ার জন্য এই তিনটি বুনিয়াদ একত্রিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ (يحبهم ويحبونه)
"তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে।"[১]
তাঁর নবীদের (আঃ) ইবাদতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

"তাঁরা সৎকর্মে দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল, এবং আশা ও ভীতিসহকারে আমাকে আহবান করত। আর তারা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত বিনীত।"[২]

সুতরাং ইবাদত হতে হলে সেখানে থাকতে হবে আল্লহর প্রতি অঢেল, অফুরন্ত ও নিরংকুশ ভালবাসা এবং সেই সাথে হতে হবে অতীব বিনয়ী। কেহ যদি একজন মানুষের প্রতি ঘৃণার সাথে শ্রদ্ধাশীল হয় তবে সে তার দাস হতে পারবে না। এভাবে কোন জিনিসকে যদি ভালবাসে অথচ তার প্রতি বিনয়ী না হয় তবুও তার দাস হতে পারবে না। যেমন- কোন ব্যক্তির ভালবাসা তার সন্তান বা বন্ধুর জন্য। এই কারণে আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য যে কোন একটি উপস্থিত থাকা যথেষ্ঠ নয়। বরং বান্দার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয় হতে হবে আল্লাহর মুহাব্বত। সর্বাধিক মহান হতে হবে একমাত্র আল্লহ তা'আলা; বরং অকৃত্রিম ভালবাসা ও পূর্ণ বিনয় পাওয়ার একমাত্র হকদ্বার আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই।

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত সমূহঃ

যে কোন আমল বা ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছেঃ-
প্রথম শর্তঃ ইবাদতটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া। এবং
দ্বিতীয় শর্তঃ উহা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত মোতাবেক সঠিক হওয়া।

প্রথম শর্তটি হল- কালেমা "لا إله إلا الله" এর প্রকৃত অর্থ। কেননা, এই কলেমার দাবী হলো- এককভাবে ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তাতে অন্য কাউকে শরীক না করা।

আর দ্বিতীয় শর্তটি হল "محمد رسول الله" একথা সাক্ষ্য দানের প্রকৃত অর্থ। কেননা, এই সাক্ষ্যের দাবী হল- অনিবার্য ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করা, তিনি যা বৈধ ঘোষণা করেছেন তার অনুসরণ করা এবং বিদআত বা ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ্ বলেনঃ

[১]. মায়েদা ৫৪
[২]. আম্বিয়া- ৯০

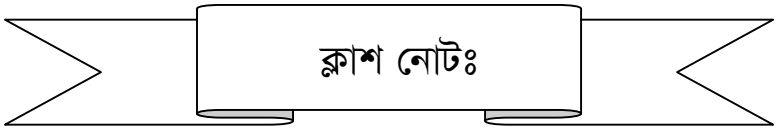
ক্লাশ নোটঃ

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অর্থাৎ-"হ্যাঁ যে ব্যক্তি নিজেকে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে এবং সে সৎকর্মশীল, তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই।"[১]

"আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা" অর্থাৎ- সকল ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করা। এবং "সে সৎকর্মশীল" অর্থাৎ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্যকারী হওয়া।

প্রশ্নমালাঃ

১) ব্যাপক অর্থে ইবাদত কাকে বলে ?
২) শুণ্যস্থান পূরণ কর ঃ
ক) ভালবাসা, আশা-আকাংখা, ভয়-ভীতি ... . ইবাদত।
খ) তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল ... ... ইবাদত।
গ) নামায, যাকাত, হজ্জ ... ... ইবাদত।
৩) সাধারণ কাজ কর্ম কিভাবে ইবাদতে রূপান্তরিত হতে পারে ?
৪) ইবাদতের উৎপত্তি কোথা থেকে? দলীলসহ জবাব দাও।
৫) বাড়াবাড়ী কি? কেন তা থেকে নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সতর্ক করেছেন? দলীল সহ উল্লেখ কর।
৬) "ইবাদত তো উহাই যা শুধু মসজিদে আদায় করা হয়"। বাক্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত কি?
৭) সঠিক ইবাদতের বুনিয়াদ সমূহ কি কি? দলীলসহ উল্লেখ কর।
৮) ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত কি কি? দলীলসহ জবাব দাও।

সমাপ্ত

[১] . বাক্বারা- ১১২

তথ্যসূত্রঃ

পুস্তক	লিখক
আল কওলুল মুফীদ আলা কিতাবুত তাওহীদ	শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছাইমীন
ইগাছাতুল লাহফান	ইবনুল কাইয়্যেম
আল জাওয়াবুল কাফী	ইবনুল কাইয়্যেম
ফতোয়া	ইবনু তাইমিয়া
তাওহীদ (প্রাইমারী তৃতীয় শ্রেণী)	শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সঊদী আরব
তাওহীদ (প্রাইমারী চতুর্থ শ্রেণী)	শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সঊদী আরব
তাওহীদ (প্রাইমারী পঞ্চম শ্রেণী)	শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সঊদী আরব
তাওহীদ (উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষ)	শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সঊদী আরব

পাঠ বন্টন

পিরিওড	বিষয় বস্তু
প্রথম	তাওহীদের প্রকারভেদ ও তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ্
দ্বিতীয়	তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্
তৃতীয়	তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত
চতুর্থ	তিনটি মূলনীতি
পঞ্চম	ধর্মের স্তর সমূহ
ষষ্ঠ	ইবাদত

সূচীপত্র

(الفهارس)

	বিষয় বস্তুঃ	পৃষ্ঠা ঃ
১	ভূমিকা	২
২	তাওহীদ এবং উহার প্রকার ভেদ	১২
৩	প্রথমতঃ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্	১২
৪	দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্	২০
৫	তৃতীয়তঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত	২৬
৬	তিনটি মূলনীতি	৩৬
৭	প্রথম মূলনীতিঃ প্রভূর পরিচয়	৩৬
৮	দ্বিতীয় মূলনীতিঃ নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিচয়	৪০
৯	তৃতীয় মূলনীতিঃ ধর্মের পরিচয়	৪২
১০	ধর্মের স্তর সমূহ	৪৬
১১	প্রথম স্তরঃ ইসলাম	৪৬
১২	দ্বিতীয় স্তরঃ ঈমান	৫০
১৩	তৃতীয় স্তরঃ ইহ্সান	৫২
১৪	ইবাদত	৫৮
১৫	তথ্য সূত্র ও পাঠ বন্টন	৬৯
১৬	সূচী পত্র	৭০